মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়

মানব ইতিহাসের অন্যান্য প্রধান অধ্যায়গুলির মতো মধযযুগেও অবাঞ্ছিত, নিন্দনীয় ছিল বহু কিছুই। ঐ সময়ে ইউরোপীয় সমাজের সংকীর্ণতা, সীমাবদ্ধতা, সর্বসমাচ্ছন্নতা, অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের অলজ্জ কাহিনী আজও সর্বজন বিদিত। কিন্তু তা সত্বেও মধ্যযুগের ইউরোপে জ্ঞান বিজ্ঞান এবং সভ্যতা সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় আজও কালের অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে প্রবহমান শুধু তাই নয়, ক্রম বিবর্তিত হয়ে আজ সে আধুনিক সভ্যতার জ্ঞান বিজ্ঞান, দর্শন সাহিত্যের অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিরাজমান। মানব সমাজের উত্তরণের ইতিহাসে যা একটি সেতু বন্ধন হয়েই শুধু রইল না নিরবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সভ্যতার অগ্রগতির প্রধান সাক্ষী হিসেবে রয়ে গিয়েছে, বিশ্ব সংস্কৃতিকে নতুন পথ দেখিয়েছে।

উল্লেখ করা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত জ্ঞান ও লালিত বুদ্ধিবাদকে বিশেষ ভাবে ইউরোপীয় সংস্কৃতির উজ্জ্বল অবদান হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন ফ্রিডরীস হিয়ার ও হ্যাসকিন্স, যার আনুকূল্যে রচিত হয়েছিল আধুনিক কালের বিজ্ঞানের অনুশীলনের ভিত্তি। এখানেই আত্ম প্রকাশ করে অসংলগ্ন, বিক্ষিপ্ত ভাবে জ্ঞান আরোহণের পরিবর্তে সুসংবদ্ধ, যুক্তি তথ্য নির্ভর মননশীলতা ও নিয়ম শিঙ্খলা ভিত্তিক অনুসন্ধান রীতি। বলাই বাহুল্য, এই সমস্ত মহামূল্যবান উপাদান ছাড়া বর্তমানের যন্ত্র শিল্প এবং প্রযুক্তি বিদ্যার এই অভাবনীয় বিকাশ ঘটত না। অবশ্য এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উদ্ভবের পিছনে, প্রাচীন কালের অনেক প্রতিষ্ঠানের, বিশেষ করে মুসলমান সভ্যতার কাছে ঋণী। দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের ধ্রুপদী, ইসলাম ও ইহুদি সংস্কৃতির প্রভাব এদের উপরে পড়েছিল যা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে পুষ্ট করে তুলেছিল।

মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি উদ্ভবের পিছনে সে যুগের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা ছিল উল্লেখ যোগ্য। চার্চ ও অপরাপর সমস্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতায় এগুলি গড়ে উঠেছিল। পাঠ্য তালিকা নির্বাচন, ছাত্র সম্প্রদায়ের জন্য নিয়ম শৃঙ্খলা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে চার্চ তাঁর ক্ষমতা বিস্তার করে। পরে প্রতিপত্তি ও বৈভব বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত, আইনজ্ঞ ও সম্পত্তি তদারকি করার জন্য যোগ্য মানুষের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। একারনেই পরবর্তী কালে চার্চের উদ্যোগে বহু বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। চার্চ ছাড়াও সমাজের চাহিদার কারনে অনেকে এই ধরণের প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে এগিয়ে আসেন। রাজা, অভিজাত, ভূস্বামী ও নগরগুলির বৈষয়িক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ সুরক্ষা করার প্রয়োজনে লাতিন জানা আইনবিদ, কূটনীতিবিদ, চিকিৎসক, দলিল দস্তাবেজ মুসাবিদ্যা করার জন্য অযাজক, শিক্ষিত মানুষের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে লাগল। তাঁর উপর গ্রীক ও আরবীয় চিকিৎসা সম্পর্কে জ্ঞান আরোহণ করা ও সাধারণ মানুষের কাছে তা পৌছে দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। এই সমস্ত বিচিত্র প্রয়োজনে এবং প্রভাবের ফল হল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম ও তাঁর ব্যাপক বিস্তার।

সদ্যজাত এই প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে পরবর্তীকালে সুসংগঠিত ও বিচিত্র বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। বোলোন্যাতে বিশ্ববিদ্যালয় জার্মানি, ফরাসী ও ইংরেজ শিক্ষার্থী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠে। বাইরের জগতের প্রবল প্রেরনার কথা বাদ দিলে শিক্ষাদান ও গ্রহণের ব্যাবহারিক অসুবিধেই একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করে দিয়ে ছিল সংশ্লিষ্ট সকলকেই। শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যাবস্থাকে কালোপযোগীতা করে গড়ে তোলা অনিবার্য হয়ে দেখা দিয়েছিল। আবার শিক্ষিত ভণ্ড ব্যাক্তিকে তাঁর জীবিকা গ্রহণ করতে দেখে প্রকৃত ও যোগ্য শিক্ষক যেমন ক্ষুব্ধ হোত তেমনি ছাত্র সম্প্রদায়ও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠত এদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য। সুতরাং শিক্ষক ও ছাত্র সম্প্রদায় উভয়েরই স্বার্থই বিশব্বিদ্যল্যের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি অনিবার্য করে তুলেছিল।

মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে একটি সার্থক বিশ্ববিদ্যালয় হল বোলোন্যা। এটি প্রসিদ্ধ ছিল আইন বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে। ধর্ম স্বার্থ ছাড়া অন্যান্য পার্থিব বিষয় নিয়ে এখানে চর্চা করার জন্য ইতালির আগ্রহ ছিল লক্ষনীয়। তাছাড়া ইতালীর স্মপ্রসারনশীন নগরগুলির সরকারী এবং বৈষয়িক কাজকর্ম পরিচালনার জন্য শিক্ষিত মানুষের প্রয়োজন হয় বেশী। তাই আইন জানা মানুষের প্রয়োজন হয় বেশী। এছাড়াও রোম, পোভিয়া ও র‍্যাভেনাতেও আইন বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। অবশ্য পরবর্তীকালে এগুলি শুধু আইন বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে না থেকে লিবারেল আর্টের চর্চা করতে শুরু করেছিল।

অনযদিকে প্যারী বিশ্ববিদ্যালয় ছিল মধ্যযুগের শিক্ষার অন্যতম প্রান কেন্দ্র। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি, বিজ্ঞান, দর্শন ও শিল্পকলা পড়ানো হোত। পিটার অ্যাবোলা ছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যাপক। যার বাগ্মীতায় মুগ্ধ হয়ে দেশ বিদেশের ছাত্র ছাত্রীরা এখানে পড়াশুনা করতে আসত। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিজীবিদের আন্দোলন মধযাযুগের শেষ লগ্নে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন। আধুনিক চিন্তা জগতের বহু মনীষী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকের শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠান অনন্য ভূমিকা পালন করেছিল।

ইংলণ্ডে দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ১২৮০সালে ডারহামের উইলিয়াম এটি গড়ে তুলেন। তিনি আবার প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের খ্যাতিও সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। এছাড়াও ক্রেমবিজ ছিল অপর একটি নাম করা বিশ্ববিদ্যালয়। পরে গড়ে ওঠা এক্সিটার, অরিয়েল পূর্বসূরি দের আদর্শ অনুসরণ করে গড়ে উঠেছিল। জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চায় এগুলির ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পাঠ্যসূচিকে দুই ভাগ্র ভাগ করে পড়ানো হোত। ট্রিভিয়াম ও অর্থাৎ স্মাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেনি। আইন, চিকিৎসা, দর্শন ও শিল্প ইত্যাদি। যে ছাত্র যে বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করত তাঁকে সেই দিগ্রীদেওয়া হোত। ডক্টরেট উপাধি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রদান করা হোত। একটানা ৩০বছর ধরে পড়াশোনা ও গবেষণার কাজ করলে এই ডিগ্রী দেওয়া হোত।

মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রদের কলহ প্রিয়তা ও পানাশক্তি ছিল মারাত্মক একটি ব্যাধি। নগর কর্তৃপক্ষ বা পরিচালক গোষ্ঠীর সঙ্গে মতপার্থক্য দেখা দিলেই ছাত্র ও শিক্ষক সদলবলে বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করত। বোলন্যা ও প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। এই জাতীয় বিপত্তিতে অবশ্য পার্শ্ববর্তী নগরগুলি খুশি হোত। এর পিছনে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ ছিল। কেননা এর ফলে পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে বিশ্ববিদ্যা তোলা সহজ হোত। ১২২২সালে এই রকম ঘটনার ফলে পাদুয়াতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন সম্ভব হয়েছিল। আবার ১২২৮সালে পাদুয়া থেকে চলে আসা অধ্যাপক ও ছাত্রদের নিয়ে ভারচেল্লিতে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল।

সেযুগের পাঠ্যপুস্তক গুলি শিক্ষকদের দ্বারা নির্বাচিত হোত। সেই যুগে পুস্তক গুলির দাম এত বেশি ছিল যে সেগুলি একক ভাবে কোন ছাত্র ছাত্রী কিনতে পারত না। ছাত্ররা শ্রেনী কক্ষের শিক্ষকদের দ্বারা প্রদত্ত বক্তৃতা গুলি লিখে রাখত। সেই সময়ে ফ্রান্সের সেন্ট লুই একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলে ছিলেন। দরিদ্র ছাত্ররা বিনামূল্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতে পারত। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দান শুরু হোত সকালে। শীতকালে ছটায়। গ্রীস্ম কালে আরো আগে। খ্যাতিমান অধ্যাপকদের লেকচার শোনার জন্য ছাত্ররা ভীড় করত।

মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন পাঠনের বিশেষ দিক হোল, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাতিক শিক্ষা দানের চেষ্টা প্রায় কেউ করতেন না। পরবর্তীকালে কোন কোন অধ্যাপক আপন অন্তরের তাগিদে পাঠ্যক্রম বা পাঠ্য তালিকা অতিক্রম করে ছাত্রদের মন কে প্রসারিত করতেন। এমন ঘটনা বিরল না হলেও ছাত্রদের নতুন চেতনা উন্মেষে সহায়তা করত। বিশ্ববিদ্যাগুলি এতে একটি মহৎ সামাজিক কর্তব্যও সাধিত করত – সমাজে, ধনী নির্ধন, অভিজাত, অনভিজাত কারোর মধ্যে কোন পার্থক্য নিরুপম করত না। বিত্তের মাপকাঠিতে বিদ্যের বিচার কোনদিনই মধ্যুগের কোন বিশ্ববিদ্যালয় করে নি। এই দিক থেকে এগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল তাতে কোন সন্দেহ ছিল না।

প্রশ্নঃ

১. মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি গড়ে উঠার কারণগুলি বিশ্লেষণ কর।

২. তুমি কি মনে কর ঐ যুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ছিল মুক্ত চিন্তার কেন্দ্র ?

৩. মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পঠন পাঠনের বিষয় ও পদ্ধতি কি ছিল ?